গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী

তারিখ ও সময়	:	২৬ জুলাই ২০১৫, সকাল ১১:৩০টা।
স্থান	:	কক্ষ নম্বর ২২, ভবন নম্বর ২, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভাপতি	:	জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট "ক"।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় ২৯ জুন ২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রথম সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপিত হয় এবং কোনো আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। অতঃপর ভূমি বিষয়ক উদ্যোগ ও করণীয় সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

০২। জনাব আহসান কবীর, উপসচিব ও ডেপুটি ল্যান্ড রিফরমস্ কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ভূমি সংস্কার বোর্ডের ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, ই-মেইল বেইজড্ কানেকটিভিটি এবং ভূমি অফিসে সংরক্ষিত বিভিন্ন রেজিস্টারের সফট্ কপি তৈরির লক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা ও সিলেট বিভাগের সকল ভূমি অফিসে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার ও মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য বিভাগেও এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সার্ভেয়ার জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: আবুল খায়ের জানান যে, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয় মানচিত্র প্রণয়নের কাজ করে থাকে। মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন এই প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত নয়। তিনি বলেন বাংলাদেশের ৮০% মামলা হয় ভূমিকে কেন্দ্র করে। ভূমির প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করা এবং ত্রুটিপূর্ণ রেকর্ড বাংলাদেশের ভূমির ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। সমস্যাসমূহ নিরসনে আধুনিক পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া এবং উন্নত দেশসমূহের আধুনিক ভূমি রেকর্ডের উদাহরণ উল্লেখ করেন। বর্তমানে GPS, RTK, GNSS প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পূর্ণভাবে ভূমিকে ভিত্তি ধরে সেন্টিমিটার লেভেলের সঠিক ম্যাপ প্রণয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা এই পদ্ধতিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানের দ্বিমাত্রিক মানচিত্র থেকে আধুনিক পদ্ধতির ত্রিমাত্রিক অবস্থানে উত্তরণ সম্ভব। এই ত্রিমাত্রিক মানচিত্র দেখে ভূমিতে অবস্থিত অবকাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

০৪। জনাব শামসুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ল্যান্ড প্রজেক্ট বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ প্রকল্পে বাংলাদেশে প্রথম GNSS ব্যবহার করা হয়। তিনটি উপজেলায় সার্ভে অব বাংলাদেশের সহযোগিতায় GNSS-এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল নেটওয়ার্কিং তৈরি করা হয়েছে। জামালপুরে ১৬টি, মোহনপুরে ১৫টি এবং আমতলীতে ১৬টি জিসিপি বসানো হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৪টি মৌজার রেফারেন্স ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, নামজারি প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার নিমিত্ত এসি (ল্যান্ড) অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিস এবং সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে কানেকটিভিটি স্থাপনের জন্য একটি সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী মাসে মোহনপুর উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে সফট্ওয়্যারটি চালু করা হবে।

০৫। ন্যাশনাল জোনিং প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক, জনাব মো: কফিল উদ্দিন জানান যে, এই প্রকল্পে GIS-এর মাধ্যমে ম্যাপ সংগ্রহ করা হয় এবং বনভূমি, শিল্পাঞ্চল, জলাভূমি ইত্যাদি ম্যাপে প্রদর্শন করা হয়। ২০১৭ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হবে।

০৬। জনাব আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বলেন যে, বাংলাদেশে ১৯৫০ সালে স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনেন্সি এ্যাক্ট প্রণীত হয়। এর পর ষাটের দশকের প্রথম দিকে রিভিশনাল সার্ভে শুরু হয় এবং ১৯৮০-৮২ সালের মধ্যে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা এবং চট্টগ্রাম জেলায় জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার মৌজা ডিটেইল সার্ভের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২২ হাজার মৌজার

রেকর্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল প্রস্তুতকৃত রেকর্ডসমূহ ডিজিটাইজড্ করা হবে, না কি নতুন করে প্লট টু প্লট জরিপ করা হবে। একসেস টু ল্যান্ড প্রজেক্টের মাধ্যমে ৩টি উপজেলায় ডিজিটাল সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকেও ১০০টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া, ডিএলএমএস (DLMS) প্রজেক্টের মাধ্যমে ৪৫টি উপজেলার ৬৫ লক্ষ খতিয়ান ও ম্যাপ ডিজিটাইজড্ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রজেক্টটি সফল হলে এ প্রক্রিয়ায় গত ২০-২২ বছরে তৈরিকৃত প্রায় ৩০ হাজার মৌজার খতিয়ান ও ম্যাপ ডিজিটাইজড্ করা যাবে। প্লট টু প্লট সার্ভের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের ডিজিটাইজড্ রেকর্ড তৈরি করতে হলে ৩০-৪০ বছর সময় লাগবে।

০৭। জনাব জিল্লুর রহমান প্রকল্প পরিচালক, ডিএলএমএস, বলেন যে, তাঁর এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিএস, এসএ এবং আরএস জরিপের পর্চা এবং ম্যাপ স্ক্যান করে ডিজিটাইজড্ করা হবে এবং সর্বশেষ আরএস জরিপের তথ্যসমূহও ডেটা এন্ট্রির মাধ্যমে ডিজিটাইজড্ করা হবে। প্রকল্পভুক্ত জেলা গুলি হল গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, শেরপুর, জামালপুর, পাবনা, রাজশাহী এবং দিনাজপুর। প্রকল্পভুক্ত ৪৫টি উপজেলার মধ্যে ২০টি উপজেলায় ল্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার তৈরি করা হবে।

০৮। জনাব অজিত কান্তি দে, সদস্য, SPARSSO ভূমির স্বত্বলিপি (ROR)-কে ভুমি সমস্যার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন যে, ল্যান্ড জোনিং যথাযথ হতে হবে। ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন অফিসসমূহের তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে।

০৯। জনাব এস. এম. আবু তালেব, আইআরও, চট্টগ্রাম বিভাগ, বলেন যে, ভূমি সংক্রান্ত ৩টি অফিসকে একই আমব্রেলার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা অনেক আগে শুরু হয়েছিল। এটা হলে দেশের সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে। বালাম বইয়ের সমস্যার কারণে পূর্বে মূল দলিল পক্ষগণকে দিতে প্রায় চার বছর লেগে যেতো। বর্তমানে পর্যাপ্ত বালাম বই প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত ১০ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল, যার ৬ কোটি টাকা গত অর্থ বছরে অব্যয়িত রয়েছে।

১০। বেগম উম্মে কুলসুম, উপসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, ভূমিসংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসকে একই আমব্রেলার আওতায় আনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি ভূমি রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এসি(ল্যান্ড) অফিসে সহজলভ্য হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনী আনারও প্রস্তাব করেন।

১১। জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এডভাইজার, এটুআই, জানান, ভূমি সংক্রান্ত প্রায় ৩১টি সেবা রয়েছে। শুধু ডিজিটাইজড্ রেকর্ড তৈরি করলেই হবে না, সেবা যথাযথভাবে প্রদান করা হচ্ছে কি-না, সেটিও নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। যেহেতু ভূমিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩টি অফিস দুটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেহেতু সুষ্ঠু কাজের স্বার্থে এগুলির মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। এছাড়া, বিভিন্ন উদ্যোগে যে সমস্ত সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে সেগুলির যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত Inter-operability system গড়ে তোলা দরকার। তিনি বিদেশী বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি দেশি বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

১২। জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জানান যে, একসেস টু ল্যান্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে খসড়া National Land Policy তৈরি করা হয়েছে, যা ভূমি মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে এবং শীঘ্রই জনগণের কাছে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হবে। তিনি সার্ভেয়ার জেনারেল, সার্ভে অব বাংলাদেশের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন যে, আমাদের দেশের ক্যাডাস্ট্রাল সিস্টেম একসময় আন্তর্জাতিক মানের ছিল। ক্যাডাস্ট্রালকে জরিপের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করা প্রয়োজন। মালিকানার সমস্যাই হচ্ছে সেটেলমেন্টের মূল সমস্যা। বিভিন্ন অফিসসমূহের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের জন্য ১৯৯৫ সালে কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সাভারে সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ (সিএলও) করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প শুরু হলেও সেটি শেষ করা হয় নি। তিনি বলেন যে, সার্ভে অব বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জরিপ করতে ন্যূনতম ১৫ বছর সময় লাগবে। তবে, সার্ভে অব বাংলাদেশ থেকে টপোগ্রাফিক ম্যাপ নিয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ম্যাপ এর ওপর ওভারল্যাপ করে সর্বশেষ তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুতসময়ে ভূমি জরিপের ডিজিটাইজেশন করা যেতে পারে। দ্রুততার সঙ্গে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড্ করতে সমন্বিত উদ্যোগ

প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। সার্ভে অব বাংলাদেশ টপোগ্রাফিক ম্যাপ প্রণয়ন করেছে কিন্তু সেখানে প্লট-টু-প্লট এর তথ্য নেই। ডিএলআরএস (DLRS)-এ প্লট-টু-প্লট জরিপের তথ্য আছে। ডিএলআরএস-এর রেকর্ড নিয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিভাগ তথ্য হালনাগাদ করে। কিন্তু কতটুকু হালনাগাদ করা হয় সে তথ্য ডিএলআরএস-এর কাছে থাকে না। ভূমি সংক্রান্ত অফিসসমূহের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এটুআই Land Information Service Framework (LISF)-এর যে উদ্যোগ নিয়েছে তার মাধ্যমে ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ একস্থানে নিয়ে আসা যাবে এবং যে সংস্থার যেটি প্রয়োজন উক্ত সংস্থা সেটি ব্যবহার করতে পারবে।

১৩। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত তাৎক্ষণিক এবং কার্যকরভাবে আদান-প্রদান করা সম্ভব। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন যে, সে দেশে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ১২টি ডিপার্টমেন্টকে প্রদান করা হয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব।

১৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত-১: ভূমি জরিপ, ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়কল্পে সুপারিশমালা তৈরির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি উপকমিটি গঠন করা হল:

(১)	জনাব শামসুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প	আহবায়ক
(২)	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	সার্ভে অব বাংলাদেশের প্রতিনিধি	সদস্য

উপকমিটি আগামী ২৬/৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠেয় মূল কমিটির সভার পূর্বেই অন্তত একটি সভায় মিলিত হয়ে অগ্রগতি অবহিত করবে।

সিদ্ধান্ত-২: ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিসংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করেছে সে সকল প্রকল্প কীভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করা হলো:

(১)	জনাব পুন্যব্রত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	এটুআই-এর প্রতিনিধি	সদস্য

আগামী ২৬/৮/২০১৫ তারিখের পূর্বেই গঠিত উপ-কমিটির সদস্যগণ অন্তত একটি সভায় মিলিত হবেন।

সিদ্ধান্ত-৩: কমিটির আগামী সভা ২৬/৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় ভূমি সংক্রান্ত উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ যাতে একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন সেজন্য একটি টেমপ্লেট তাদের সরবরাহ করা হবে ।

সিদ্ধান্ত-৪: সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতি চালু না হওয়া পর্যন্ত ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করে কীভাবে সেবা প্রদান করা যায় এবং কোন কোন ভূমি সংক্রান্ত সেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদানের জন্য আশু পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে।

১৫। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ২৩/০৮/২০১৫
(মো: নজরুল ইসলাম)
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.৩০

০৮ ভাদ্র ১৪২২
তারিখ:----------
২৩ আগস্ট ২০১৫

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ২য় ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০. মাহপরিচালক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
১১. সার্ভেয়ার জেনারেল, সার্ভে অব বাংলাদেশ, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
১২. চেয়ারম্যান, স্পারসো অব বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, ডিএলএমএস প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপাড়া, ঢাকা-১২০৫।
১৬. জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৭. ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৮. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. জনাব/বেগম----------।

Mbeg ২৩/০৮/১৫
(মাহ্‌ফুজা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫
E-mail:eg_sec@cabinet.gov.bd